২০১১ সালে সম্পূর্ণরূপে ইরাক ছাড়ছে মার্কিন সেনারা

ফকীর সেলিম: ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের বহুল উত্থাপিত দাবী শেষ পর্যন্ত পুরণ হতে যাচ্ছে। ২০১১ সাল নাগাদ ইরাকের সকল এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হচ্ছেআগামী বছর জুনমাস নাগাদ সকল কমব্যাট ট্রুপ এবং ২০১১ সাল নাগাদ অন্য সকল মার্কিন সেনা বহর ইরাক ছেড়ে চলে ২০১১ সালে সম্পূর্ণরূপে
আসছে। ইরাক এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেগোশিয়েটররা সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

২০০৩ সালে ইরাক অভিযানের পর থেকে এ পর্যন্ত ইরাকে গড়ে তোলা অর্ধ মিলিয়ন ইরাকী নিরাপত্তা রক্ষীরা মার্কিন সেনাদের অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তা রক্ষায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিয়েছে এমন কথা জানানো হয়েছে।

ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোশিয়ার জাবারি বলেছেন ২০০৯ সালের জুনমাস নাগাদ যদি দেখা যায় ইরাকের নিরাপত্তা অবস্থা মোটামুটি বর্তমান সময়ের মত স্থিতি অবস্থায় রয়েছে তবে আর যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বহরের ইরাকে কোন প্রয়োজন হবে না। তবে ইরাক থেকে মার্কিন সেনাপ্রত্যাহারের বিষয়টি ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অফিসিয়ালী ঘোষণা দিতে আগ্রহী ছিলেন না। বাস্তব অবস্থা তদন্ত করে ইরাকী ও মার্কিন সমঝোতাকারীরা চলতি সপ্তাহে সেনা প্রত্যাহারের খসড়া টাইমটেবিল হিসাবে ২০১১ সালের কথা বলেন।

ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের টাইমটেবিল ঘোষণা এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে প্রার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচনে এই ঘোষণা প্রবলভাবে প্রভাব ফেলবে। কারন এবারকার নির্বাচনে ইরাক যুদ্ধ এবং ইরাক থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইস্যু।

এই ঘোষণা সবচেয়ে উপকার করবে ডেমোক্রাট প্রার্থী বারাক ওবামাকে। কারন তিনি প্রেসিডেন্ট হলে ১৬ মাসের মধ্যে ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। অপরদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী জন ম্যাককেইন বারাকের বিরোধিতা করে বলেছিলেন ইরাক যুদ্ধে জয় না আসা পর্যন্ত কেবান অবস্থাতেই মার্কিন সেনাদেরকে ফিরিয়ে আনা উচিৎ হবে না। তাই এই সিদ্ধান্ত বা ঘোষণঅ ম্যাককেইনের ইলেকশনী প্রচারণায় দারুণ ক্ষতি করবে।

সমঝোতাকারীদের সেনা প্রত্যাহারের খসড়া প্রস্তাবণা আপাতত একটি ‘খসড়া’ হিসাবেই ঘোষণা করা হচ্ছে। এই ঘোষণার ফলে ইরাকের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের মূল সিকিউরিটি এ্যাগ্রিমেন্ট এর ড্রাফটটি এখন থেকে হয়ত জাতীসংঘের ম্যান্ডেটকে রিপ্লেস করবে যেখানে জাতীসংঘের পক্ষ থেকে ইরাকে মার্কিন অভিযান বলবৎ রাখার কথা বলা হয়েছিল। এতে করে ইরাকী সরকার প্রধান নূরী আল মালিকীর দেশের ২০টি ঘাটি থেকে সেনা প্রত্যাহারের কিছুদিন আগের করা দাবী পূরণ হবে। উপরন্তু ইরাকের স্থানীয় বিভিন্ন দলীয় ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি যেমন সুন্নীদের ১ লক্ষ ৩ হাজার শক্তিশালী আল শাওয়া জাগরন আন্দোলন এর ন্যায় গোষ্ঠিকে সহায়তাও করতে পারবে না।

সম্প্রতিকালে বসরা, সদর সিটি, প্রোভিন্স অব আমারা’র ন্যায় মুক্তাদা আল সাদরের মেহদী আর্মির নিয়ন্ত্রনে থাকা শহরগুলো ইরাকী আর্মির নিয়ন্ত্রনে আসার পর মার্কিন সেনাদের সহায়তা ছাড়াই ইরাকে স্থিতি ও নিরাপত্তঅ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ইরাকী আর্মির মনোবল বেড়েছে।

ইরাকী সমঝোতাকারীরা অচিরেই মার্কিন ফোর্সের দেশে ফেরার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। ওয়াশিংটন থেকেও এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যার ফলে ইরাকে নিযুক্ত ১ লাখ ৫৪ হাজার প্রাইভেট সিকিউরিটি কন্ট্রাক্টরের ৩৫ হাজারকে সরিয়ে নেয়ার গ্রীন সিগন্যাল দেয়া হয়েছে। এটি যথেস্ট গুরুত্বপূর্ন একটি ঘটনা। কারন প্রাইভেট সিকিউরিটি সদস্যরাই ইরাকীদের ওপর সবচেয়ে নির্মম ছিল। তাদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী পরিমানে ইরাকী সিভিলিয়ানের ক্ষতি হয়েছে।

ইরাকে রেগুলার মার্কিন ফোর্সের বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত না হলেও তাদের কর্মকান্ডও ইরাক-মার্কিন যৌথ কমিটির কড়া নজরদারীতে রয়েছে। বিভিন্ন ঘাটির মার্কিন সেনা সদস্যদের অফিসিয়াল ডিউটির বাইরে কিছু করা হলে তাদেরকে জবাবদিহি করানো হচ্ছে।

ইরাকী ঘাটি ব্যাবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে কোন অবস্থাতেই ইরান আক্রমন করতে পারবে না এই নিশ্চয়তা নিয়ম বহির্ভূতভাবে হলেও ইরাকী সরকার ইতিমধ্যেই ইরানকে জানিয়ে দিয়েছে। কারন ইরাকের সাথে করা প্রথম সিকিউরিটি ড্রাফটে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল ইরানের সাথে বন্ধুত্ব থাকলে ইরাককে যুক্তরাষ্ট্র একটি পাপেট রাষ্ট্রে পরিণত করে রাখবে। ঐ ড্রাফট নিয়ে ইরান খুবই ক্ষুব্দ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেছিল।

ফলে শেষমেষ ঐ ড্রাফটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে ইরাকের আশেপাশের কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নেয়া কোন এ্যাগ্রেসিভ কর্মকান্ডে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই ইরাককে লঞ্চিং প্যাড হিসাবে ব্যাবহার করবে না।

ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে ইরাকী ও যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতাকারীদের খসড়া প্রস্তাবনা আলার মুখ দেখবে অচিরেই এটিই এখন সকলের কামনা।